দু'টি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: আল-ক্বায়িদাহ-র প্রকল্পের সাথে দাঈশ (দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক্ব ওয়াশ শাম)-এর প্রকল্পে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই দুই প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য কী ?

প্রশ্ন ২: ইয়েমেনে আমেরিকার থেকে শিয়া ও মুর্তাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রাধিকার এর জন্য আল-বাগদাদীর আহবানের ক্ষেত্রে আল-ক্বায়িদাহ-র অবস্থান কি?

উত্তর প্রদানে-

শাইখ নাসর ইবনু আলী আনসি (রহ)

উৎসঃ

প্রথম আন্তর্জাতিক প্রেস-কনফারেন্স, আল-মালাহিম মিডিয়া

অনুবাদ পরিবেশনায়

তাওহীদ মিডিয়া

প্রশ্ন ১: আল-ক্বায়িদাহ-র প্রকল্পের সাথে দাঈশ (দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক্ব ওয়াশ শাম)-এর প্রকল্পে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই দুই প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য কী ?

উভয়ের ঘোষিত প্রকল্পই ইসলামী খিলাফাহ-র প্রত্যাবর্তন কিন্তু ময়দানে ক্রিয়াপদ্ধতিতে ভিন্নতা আছে। আল-ক্বায়িদাহ-র কৌশলগত পরিকল্পনা ও পন্থা তাদের কাছে লুকায়িত নয়, যারা এই বিষয়গুলিকে অনুসরণ করে। এগুলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে – তাওহীদ ও হুকুমাতে শরিয়াহ - এর দাওয়াহ এবং একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। মুসলিম উম্মাহর ক্ষমতা ও সক্ষমতাকে লক্ষ্য করে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব কুফরের কেন্দ্রীয় শক্তিঘাঁটিকে মোকাবিলা করতে হলে, উম্মাহকে এই নির্দেশনায় একতাবদ্ধ করতে হবে এবং আমাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতার মধ্যে অন্যান্য কিছু প্রকল্প (গৌণ প্রকল্প) থেকে দূরে রাখতে হবে (যদি প্রয়োজন না হয়)। আমেরিকা সেই যে অন্যান্য খেলোয়াড়দের চালায় এবং তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একত্রিত করে। তারাই সেই অক্ষ যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অংশের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আবর্তিত হয় এবং এই অংশগুলি আমেরিকার প্রতি অনুগত ও এর থেকে সমর্থন চায়।

উদাহরণ স্বরূপ এমনকি ইরাক্বে (যা দাঈশ-এর ক্ষমতাকেন্দ্র) কারা সরকারকে সহায়তা করেছে, যারা সেখানে সুন্নীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাচ্ছে এবং এটা কে যে ইরাক্ব ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযান চালাচ্ছে ? তাহলে কেন আমরা এ বিষয়ে অন্ধ আর একে একটি বহু দূরবর্তী শত্রু বিবেচনা করি? যেখানে বাস্তবতা এই যে তারাই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদি আমরা এক শত্রুকে অপসারণ করেতে পারি এবং ফলশ্রুতিতে বাকী সব শত্রু থেকে মুক্তি পেতে পারি, তবে এর সাথেই (যুদ্ধ) শুরু করা জরুরী বিশেষত এই ব্যাপার মাথায় রেখে যে, এই শত্রুটি একটি পরিস্কার দুর্বলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এটি দোদুল্যমান ও অস্থিত।

আর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রাধান্যদানের প্রসঙ্গে যখন আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের রিদ্দাহ-র বিবরণের এক দীর্ঘ তালিকা বিদ্যমান, তবে এটা ইঙ্গিত দিবে যে আমরা আমাদেরকে দীর্ঘ এক যুদ্ধে ব্যস্ত করব; (কিন্তু) এটা এর জন্য উপযুক্ত ও যথাযথ মুহূর্ত নয় আর এর সময়ও নেই। আর এটি শত্রুকে দম ফেলার এবং পুনরায় এর জনবল ও সফকে গোছানোর একটি সুযোগ প্রদান করবে।

কিন্তু এটা বুঝায় না যে- আমরা দুর্বল ও নিপীড়িত মুসলিমদের সমর্থন করি না, তাদের কাছে সৈন্যদল প্রেরণ করি না, তাদের সহায়তা করি না এবং দ্বীনের শত্রুদেরকে প্রত্যেক (প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত) জায়গায় আঘাত করি না। যাই হোক কোনভাবে যদি আমেরিকার পতন হয় এবং এর শক্তি এ পর্যায়ে দুর্বলতর হয়ে পড়ে যা একে উম্মাহর বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় এই তাওয়াগীত হুকুমতগুলিকে মূলোৎপাটন করা সহজ হবে যারা মুসলিম উম্মাহর বুকে বসে আছে। আর এটাই দুই যুগ পূর্ব থেকেই আল-ক্বায়িদাহ এর ঘোষিত প্রকল্প এবং এটাই ছিল শায়খ উসামাহ বিন লাদিন রহ এর প্রকল্প, আর এটাই সেই পথ যাতে শায়খ ডাঃ আইমান আয-যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লহ) উম্মাহর পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ ও অভিনন্দনে খিলাফাহ আলা মিনহাজুন নাবূয়্যাত-এর প্রতিষ্ঠার জন্য চলছেন।

প্রশ্ন ২: ইয়েমেনে আমেরিকার থেকে শিয়া ও মুর্তাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রাধিকার এর জন্য আল-বাগদাদীর আহবানের ক্ষেত্রে আল-ক্বায়িদাহ-র অবস্থান কি?

আমাদের অবস্থান হল যে আমরা তাদের উপদেশ দেই এবং মনে করিয়ে দেই যে আমেরিকা হল সেই যে শিয়া ও মুরতাদদের সহযোগিতা করছে। অতীতে আমেরিকা শিয়াদের সাহায্য করেছে কিন্তু যখন শিয়ারা দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়ে গেল তখন তা কিছু কুর্দী হারকাতকে সাহায্যে বদলে গেল এবং এভাবে চলতে থাকল।

আমেরিকা হচ্ছে সেই দেশ যা মুসলিম দেশের সরকার ও সৈন্যদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাই কতদিন আমরা ব্যস্ত থাকব এই সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে যারা আমেরিকার হয়ে যুদ্ধ করছে; তাদের উপেক্ষা করে যারা তাদের ব্যবহার করছে ?

এবং এখানে আমি এটা বলতে চাই যা শায়খ উসামাহ (রহিমাহুল্লাহ) আমেরিকার সাথে যুদ্ধ শুরুর আগে বলেছিলেন। অনেক চিন্তাবিদ তাঁর সাথে দ্বিমত করেছিল এমনকি জিহাদী চিন্তবিদেরাও। তারা তার দুরবর্তি শত্রুকে প্রাধান্য দেয়াকে পরিত্যাগ করেছিল নিকটের শত্রুর উপর। তাঁর (রহিমাহুল্লাহ) উত্তর ছিল যে উম্মার সত্যিকার শত্রু হল আমেরিকানরা, আর বিশ্বব্যাপী ইহুদীরা। এবং তারাই বিশ্বের শাসক ও সৈন্যদের তাদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং তারা আড়ালে থেকে এই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রন করছে।

এবং তিনি (রহিমাহুল্লাহ) তার বরকতময় কর্ম পরিকল্পনা শুরু করলেন ঐ সকল বিরোধিতা ও উপেক্ষা স্বত্বেও। এবং তিনি অবশ্যই আল্লাহর দয়ায় সফল হয়েছেন শত্রুকে ময়দানে আনতে এবং তাদেরকে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করতে।

এখানে এই বদলি যুদ্ধের অবসান হল। এবং মোকাবেলা সরাসরি শুরু হল মুসলিম উম্মাহ এবং আমেরিকা ও তার দোসর এর মধ্যে। এখন তারা পতনের দারপ্রান্তে। তো আমরা কি তাদের আবারও সেই বদলি যুদ্ধের সুযোগ দিব ? উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান সকল সন্দেহ ও অস্থিরতা রেখে দিয়ে, তাদের চেষ্টা ও সামর্থ্যকে নিস্তেজ হতে দিয়ে ?

তাই আমরা সেই মতে আছি যে আমাদের মনযোগ দেয়া উচিৎ আমেরিকাকে আঘাত করার দিকে, কিন্তু তার মানে এই নয় আমরা অন্যদের অবহেলা করছি বা ছেড়ে দিচ্ছি। বরং যেটা বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ তাকেই আগে গুরুত্ব দিতে হবে। এটা এই বিষয় সম্পর্কে উদ্বেগ নতুন নয়। আমরা শায়খ উসামাহ (রহিমাহুল্লাহ) এর মতই বলছি ৯০ এর শুরুর দিকে উনি যার মোকাবিলা করেছেন। এবং আমরা সেটাই বলি যা শাইখ উসামাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

“আমেরিকা হল সাপের মাথা। যদি মাথা কাটা পড়ে, তবে লেজ এর কিছু করার সামর্থ্য নেই।”